গল্প

নাটকের মতো

প্রসূন ব্যানার্জী

বার্টোল্ট ব্রেখট - এর 'সমাধান' করছি আমরা, নেক্সট প্রোডাকশন।
আকাশকে খুব সিরিয়াস লাগছে। আসলে, কোভিডের জন্য প্রায় দেড় বছর কোনো কাজে হাত দিতে পারেনি। মাঝেমধ্যে গুগল মিটে অনলাইনে আলোচনা আর রিহার্সাল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নাটকের সাথে যুক্ত সবাই এটা স্বীকার করবে যে এই একটা শিল্প একেবারেই ভার্চুয়ালি হয় না। দিনাজপুর রূপকথার নতুন প্রোডাকশনের নাম ঘোষণা করার পর একটা সেন্স অফ রিলিফও যেন কাজ করছে আকাশের মধ্যে। অবশেষে নাটকের মধ্যে ফেরা গেলো; দলটাকে বাঁচিয়ে রাখা গেলো। উফ, যেন একটা যুদ্ধজয়ের আনন্দ আজ দলের সবার মনে।

'সমাধান' নাটকটা উৎপল দত্ত'র অনুবাদ। এই নাটকটা করার সিদ্ধান্ত একদমই তাৎক্ষণিক ছিল, আকাশের আর পাঁচটা সিদ্ধান্তের মতোই। কিছু কিছু সময়ে ও তাৎক্ষণিকতাকে ভীষণ প্রশ্রয় দেয়। সাধারণত ইমপালসিভ হওয়াটা লোকে একটু অপরিপক্কতার সংকেত হিসেবেই পড়ে, কিন্তু আকাশ মনে করে যে জীবনে বেশ কিছু ক্ষেত্রে মনের কথা শুনতে হয়। "গ্রেট থটস নেভার কাম ফ্রম ব্রেন, দে অলওয়েজ কাম ফ্রম হার্ট"— এই ইংরেজি বাক্যটা অসম্ভব প্রিয় আকাশের। শুধু একবারই অন্যরকম হয়েছিল— আত্রাইয়ের ধারে সুমিতদের বাড়ির ছাদে বসে চা খাচ্ছে, হঠাৎ কাগজে মন কি বাত 'আর' মেক ইন ইন্ডিয়া'র বড় বড় বিজ্ঞাপন দেখে খুব হাসি পেয়ে গিয়েছিল। এই চায়ে পে চর্চা আর 'মন কি বাত' একসাথে যে কী ডেডলি কম্বিনেশন। মুখে চা - দমফাটা হাসি— আকাশ বিষম খেয়েছিল, যা আমজনতা রোজ খায়। তারপর থেকে 'মন' আর 'চা' শব্দদুটো একসঙ্গে শুনলে স্যাবাইনা পার্কের গ্রিনটপে হোল্ডিং আর রবার্টস বলে মনে হয়। একসঙ্গে অপারেট করলে মানুষের মাথাটা আর অক্ষত থাকে না। আকাশের এক বন্ধু দিল্লিতে জেএনইউতে পড়ায়। সে একদিন বলছিল, "জানিস, এখানে লোকে গাড়ি চাপবে রেঞ্জ রোভার, পরবে আরমানির কোট, চোখে মেবাকের সানগ্লাস, হাতে মোভাডোর ঘড়ি আর মুখে মেক ইন ইন্ডিয়ার স্লোগান। সত্যিই ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া!

দাশগুপ্ত বুক স্টোরে পছন্দের কোনও বই পাওয়া গেল না। আকাশ আসলে ঠিক করতেই পারছিল না যে কোন নাটকটা দিয়ে নতুন করে স্টার্ট করবে। এমন একটা নাটক বাছতে হবে, যাতে সাত-আটটা বড়ো চরিত্র থাকে, কারণ সিনিয়র আর্টিস্টদের সবাইকেই মিনিংফুল রোল দিতে হবে। আবার, টাকাপয়সার সমস্যার জন্য খুব গ্র্যান্ড সেট ডিমান্ড করে, এমন নাটকেও হাত দেওয়া ঠিক হবে না। কুচবিহার কম্পাস-এর অনিন্দ্যর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। অনিন্দ্যর সাজেশন ছিল ব্রেখট বা মহেশ দত্তানি করার। গত চার-পাঁচ বছরে উত্তরবঙ্গে এই দুজনের কোনও কাজ হয়নি। মহেশ দত্তানির একটা নাটক আকাশ পেয়েওছিল, দাশগুপ্ততে ঢোকার আগে প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনের ফুটপাতের ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। ওহ, কী না পাওয়া যায় এই দোকানগুলোতে। একদিন এ'রকমই ওয়াইল্ড সার্চ করতে করতে মন্মথ রায়ের একাঙ্ক নাটকের একটা দারুণ সংকলন ওর হাতে এসেছিল মাত্র পঁচিশ টাকায়। দোকানদার নিশ্চয়ই জানত না, এই বিষয়ের উপর এই মুহূর্তে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত দু'তিনজন গবেষণা করছে, আর তাদের কাছে এটা প্রাইসলেস। এই বইটা এখন আর ছাপা হয় না। তো যাই হোক, এদিক ওদিক ঘুরে অবশেষে দে'জ পাবলিশার্স।

ঢোকার সময়ে দেখা হল দে'জের অন্যতম কর্ণধার সুধাংশু দের সঙ্গে। বহু বছরের আলাপ। প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর উনি জিজ্ঞেস করলেন, এবং আকাশ জানাল, সে নাটকের বইগুলো একটু নেড়েচেড়ে দেখতে চায়। কোনও পার্টিকুলার নাটক এই মুহূর্তে মাথায় নেই। সুযোগ পাওয়া যেতে পারে কি ভেতরে ঢুকে কিছুক্ষণ সময় কাটানোর?

সুধাংশুবাবু ভদ্রলোক। সোজা ভিতরে নিয়ে গেলেন। ভিতরে ঢুকে ডানদিকের দু'তিনটে রো পেরিয়ে একটা তাকে সব নাটকের বই একসাথে রাখা। সাত্রর মাছি থেকে বিজয় তেণ্ডুলকর আর গিরিশ কারনাডের বাংলা অনুবাদ, সব আছে। বসার জন্য একটা টুলও পাওয়া গেলো। সবুজ মলাট দেওয়া মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'নির্বাচিত ব্রেখট' বইটা উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে 'সমাধান' নাটকটাতে চোখ আটকে গেলো আকাশের। মোট আটটা নাটক আছে সংকলনটাতে, প্রথমে মানবেন্দ্রবাবুর নিজের অনুদিত 'সেনিওরা কারারের রাইফেল'টা পছন্দ হলেও পরে উৎপল দত্তের অনুদিত সমাধানটাই করবে বলে ডিসাইড করল। কেবিসি হলে ব্যারিটোন শোনা যেত— তো ... লক কিয়া জায়ে ও হ্যাঁ। চয়েস লক করল আকাশ।

রিহার্সাল শুরু হতেই নাটকের দলের নাটক শুরু। কেন সূত্রধরের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রটা জগন্নাথই করবে – এই নিয়ে শান্তনুর প্রবল অসন্তোষ। নূপুরদিকে চতুর্থ বিপ্লবীর রোল দেওয়াতে শুনতে হলো যে উনি বরাবরই বঞ্চিত— দু'দুবার উত্তরবঙ্গের সেরা অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়েও কাস্টিং-এর সময়ে সর্বক্ষণই একই বৈষম্যের শিকার। এইসব একটুআধটু মেলোড্রামা যে হবে শুরুতে, তা আকাশ জানে। প্রত্যেকটা নাটকের দলের সাজঘরে আরেকটা নাটক হয়। মঞ্চের উপর যেটা হয়, সেটা দর্শকের জন্য, আর গ্রিনরুমে যেটা হয়, সেটা ফর প্রাইভেট ভিউয়িং। এই নাটকগুলো না থাকলে নাটক নামক শিল্পটাও হয়তো এতে প্রাণোচ্ছল হতো না। জীবনটাই তো নাটকের মতো!

নাটকটা নির্বাচনের পেছনে যে দু'তিনটে মূল কারণ ছিল, তার একটা হচ্ছে লোক আর অনুবাদক। ব্রেখট ক্যুনিস্ট ছিলেন না, আর উৎপলবাবু বামপন্থী মানসিকতার এক প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন। নাটকটা ক্যুনিজমের উপর একটা স্যাটায়ার। রাশিয়ান বিপ্লব আর চাইনিজ রেভোলিউশনের পটভূমিতে লেখা এই নাটকটাতে ব্রেখট ক্যুনিজমের ফান্ডামেন্টালসের দিকে বেশ কিছু প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন, যার কয়েকটা বেশ আনকমফর্টেবল। উৎপলবাবু তার একটা অসাধারণ অনুবাদ করেছেন। একজন বামপন্থী হয়েও এই আনকমফর্টেবল জায়গাগুলোতে কোনো নরম প্রতিশব্দ ব্যবহার করেননি। শিল্পের প্রতি সৎ থাকতে চেয়েছেন, হয়তো কোথাও কোথাও আবেগকে সামান্য আঘাত করেও। প্রথম দু'দিন তো নাটকের থিওরিটিকাল ফাউন্ডেশন বোঝাতেই গেলো। দলের মধ্যে বেশ কয়েকজন আছে, যারা শেষ কবে কোনো বই পড়েছে বলতে পারবে না। কোনো ইজমই তারা ঠিকমতো পড়েনি, সুতরাং এই সময়ে ক্যুনিজম নিয়ে পড়ার কথা কিউবা থেকে চায়না পর্যন্ত কেউই বিশ্বাস করবে না। আবার একটু থিওরি না বোঝালে নাটকটার শেডটা ধরানো যাবে না। তাই, ১৯১৭'র বলশেভিক বিপ্লব থেকে মাও পর্যন্ত একটা ব্রিফিং দেওয়াটা পরিচালকের দায়িত্ব। তাতে যতই পাড়ার 'মিউজিক ভিডিও কিং' সাহেবের হাই উঠুক আর জগন্নাথ বিছানায় শুয়ে পড়ুক, আকাশ কখনো নাটকের সঙ্গে বা শিল্পের সঙ্গে তঞ্চকতা বরদাস্ত করেনি। যেটা দরকার সেটা করাবে; চিন্তার এবং কাজের শৃঙ্খলার ট্রেনিং অ্যাকাডেমি হচ্ছে নাটকের রিহার্সাল রুম, তাই বোঝানো।

কাস্ট সিলেকশন সম্পূর্ণ হওয়ার পর পুরোদমে রিহার্সাল শুরু হল। অনেকদিন পর জড়তা কাটাতেই সকলের সময় লাগছে। কয়েকজন অবশ্য কোনোদিনই জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারবে না, কিন্তু বাকিদেরও সময় লাগছে।

চারজন রাশিয়ান বিপ্লবীর চরিত্রে লোকাল সাংবাদিক নীহার, স্কুলশিক্ষক শান্তনু, পাড়ার 'মিউজিক ভিডিও কিং' বলে খ্যাত

সাহেব আর গৃহবধূ নুপুরদি। প্রত্যেকেই ছোট শহরের খুব পরিচিত মুখ এবং আকাশের দলের বহুদিনের সদস্য আর একনিষ্ঠ থিয়েটার কর্মী। দিনাজপুর রূপকথাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় এদের প্রত্যেকের থিয়েটার জগৎ। এক কম্যুনিস্ট নেতা, যাকে অনুবাদক এই নাটকে সূত্রধর বলে অভিহিত করেছেন, সেই চরিত্রটি করছে জগন্নাথ; উচ্চারণে ত্রুটি থাকলেও সে উৎসাহী এক নাট্যকর্মী। পর্দার পিছনে দলের সর্বময় কর্ত্রী প্রিয়াঙ্কা আর তার হাজব্যান্ড তাপস দুজনেই নিরলস পরিশ্রম করে, প্রত্যেকটা খুঁটিনাটির খেয়াল রাখে। সোজা কথায়, পুরো প্রোডাকশনটা দেখে। আকাশ নিজেও অভিনয় করে, তবে এই নাটকটায় পরিচালক হিসেবেই কাজ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আসলে, পরিচালনা আর অভিনয় দুটোই একসঙ্গে করলে কোনও না কোনওটার প্রতি একটা অবিচার হয়ই, আর আকাশ ভীষণ পারফেকশনিস্ট, তাই এবার সে শুধুই পরিচালনায় থাকছে। অ্যাক্টিং ওর সবথেকে প্রিয় অ্যাক্টিভিটি হলেও এবার নিজের প্রতি একটু নির্মম হয়েছে, নাটকের স্বার্থে।

প্রপস বা নাটকের আনুষঙ্গিক নানা জিনিস জোগাড় করা বালুরঘাটে কোনো বড়ো সমস্যা নয়, তবে মাঝেমধ্যে কিছু কিছু জিনিস ভোগায়। একবার শকুনির পাশা করবার সময়ে মোটা মোটা থামের দরকার পড়েছিলো— যেগুলো নাট্য মঞ্চকে কৌরবদের রাজসভার রূপ দেবে। সেটা জোগাড় করতে কালঘাম ছুটে গিয়েছিলো তাপসের মতো করিতকর্মা ছেলেরও । এবারে বেশ কিছু জিনিস নিয়ে হ্যাপা হচ্ছে। বিপ্লবীদের ইউরোপীয় ধাঁচের পোশাক; চুনের গাদা— যেখানে শেষ দৃশ্যে একজন বিপ্লবীকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে; একটা ছোট বন্দুক যা দেখতে আসলের মতো হবে; পুরনো ইউরোপীয় ধাঁচের কয়েকটা আসবাব। সব থেকে ঝামেলায় ফেললো সেই সময়কার কমুনিস্টদের বই-পুস্তিকার জোগাড় করা। কলেজস্ট্রিটের পুরোনো বইয়ের দোকান, ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি সব ঘেঁটেও খুব বেশি লাভ হলো না।

"আজকাল এসব আর কেউ রাখেও না ছাতা!" বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করলো প্রিয়াঙ্কা।

যাইহোক, প্রাথমিক বাধাবিপত্তি কাটিয়ে উঠে প্রথম শোয়ের ডেট ফেলা গেল। কয়েকদিনের টানা রিহার্সালের পর অনেকটাই স্মদ লাগছে প্রোডাকশনটা। ক্লোজড ডোর বা ফাইনাল রিহার্সালের আগে আকাশ তাই অনেকটাই কনফিডেন্ট।

সাধারণত, শোয়ের আগের আগেরদিন, মানে দু'দিন আগে ক্লোজড ডোর হয়। তার পরেরদিনটা ভাড়া গুনতে হয়, কারণ আলো আর সাউন্ড সিস্টেমটা ক্লোজড ডোরেই সেট হয়ে যায়, এটা আর খোলা হয় না। মাঝের দিনটাতে সবকিছু একটু চেক করে নেওয়া হয়।

বালুরঘাট নাটকের শহর। এ শহরের ডিএনএতে নাটক। মন্মথ রায় নাট্যচর্চা কেন্দ্র আজও শহরের অনেক দলের রিহার্সালের জায়গা। অনাড়ম্বর, কিন্তু ঐতিহ্যশালী নাট্য মন্দির বা নাট্যতীর্থে অভিনয় করে আপ্লুত হননি, এরকম থিয়েটার কর্মী সারা বাংলায় খুব কমই আছেন। শহরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে হরিমাধববাবুর ত্রিতীর্থ, যা বালুরঘাটের নাট্যচর্চার আঁতুড়ঘর। কমলদা, রেবা ব্যানার্জীদের মতো গুণী শিল্পীরা দাপিয়ে অভিনয় করেছেন ত্রিতীর্থে। নাটক মানেই বালুরঘাট। বালুরঘাট ছাড়া নাটক হয় না ।

অসংখ্য প্রতিভাবান অভিনেতা-অভিনেত্রী আর ছোটো-বড়ো দলগুলোর মধ্যে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতাও থাকে একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার। একদলের ওপেনিং শো অন্য দলগুলো দেখতে আসে। দর্শকসংখ্যা থেকে রেসপন্স সবটাই গুরুত্বপূর্ণ। পরের কয়েকদিন চায়ের দোকানে আর কলেজ মোড়ের আড্ডার বিষয়বস্তুই হবে কোনো দলের নতুন প্রোডাকশন। এটাই কিক। বালুরঘাটে নাটক করা অনেকটা লর্ডসে ব্যাট করার মতো একটা অনুভূতি, যা প্রকাশ করা কঠিন। মান্না দে'র সেই গানটার মতো— আমার অনুভব বিনা এই অনুভূতি কাউকে যায়না বোঝানো...।

হাউসফুল। এতটা আশাই করেনি আকাশ। আসলে কোভিডে দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শহরে প্রথম কোনো নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। বিধিনিষেধগুলোও এখন অনেকটাই কম। দিনাজপুর রূপকথার আগের নাটকগুলোও মন্দ যায়নি। দর্শকের প্রত্যাশা এবং উৎসাহ, দুটোর মিলিত ফলাফলই হচ্ছে আজকের এই ভিড়।

একেবারে শেষ দৃশ্যে একজন যুবক বিপ্লবীকে খুন করে চুনের গাদায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে তার কম্যুনিস্ট বন্ধুরা, কারণ তার মৃত্যু বড়ো প্রয়োজন ওই আন্দোলনকে চিনের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। বিপ্লবীরা ওই যুবক বিপ্লবীকে জিজ্ঞাসা করে যে সংগ্রামের স্বার্থে সে মৃত্যুবরণ করতে রাজি কিনা, কারণ ধরা পড়লে মিলিটারির অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হবে। তারপর সেই যুবক বিপ্লবীকে জানানো হয় যে, তাকে গুলি করে মারতে তারা বাধ্য হচ্ছে, সংগ্রামের স্বার্থে। গুলি করে চুনের গর্তে দেহ ফেলে দিলে সেটা দ্রুত ক্ষয়ে যাবে। যুবকটি তাতে রাজি হয়, কারণ সে বোঝে, সংশোধনবাদী হয়ে সে বিপ্লবের ক্ষতি করেছে । তখন বিপ্লবীদের সংলাপ— "আমাদের বাহুতে মাথা রাখো, চোখ বোজো।" আর যুবক বিপ্লবী, মানে সাহেবের লাস্ট ডায়লগ হলো ' সাম্যবাদের স্বার্থে সারা দুনিয়ার বিপ্লবের নাম মুখে নিয়ে'। এই ডায়লগ ডেলিভারিটা বার বার ধ্যাড়ায় সাহেব, কিন্তু আজ পারফেক্ট মডিউলেশন। মাথা নীহার আর শান্তনুর বুকে, পিছন থেকে নুপুরদি মানে চতুর্থ বিপ্লবী মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করলো - সাহেব নেতিয়ে পড়লো— প্রচণ্ড হাততালি।

অনবদ্য অভিনয়, মৃত্যুর দৃশ্যটা এতো ন্যাচারাল করলো ... পর্দা নামছে। দর্শক হাততালি দিয়েই চলেছে। মঞ্চের সামনে পরিচালকের আসনে বসা আকাশ দেখলো, তাজা রক্ত গড়িয়ে আসছে স্টেজের সামনের দিকে। তবে কি মাথায় চোট পেলো পড়ার সময়ে? দৌড়ে পিছনদিক দিয়ে গ্রিনরুম ক্রস করে মঞ্চে উঠে দেখল মাথার খুলির পিছনদিকটা উড়ে গেছে। সাহেবের। নুপুরদির হাতে তখনো ধরা পিস্তলটা, ধোঁয়া বেরোচ্ছে। চোখ বিস্ফারিত। নীহার আর শান্তনুর জামা রক্তে ভিজে গেছে। কনট্যাক্ট শট। কেউ নকল বন্দুকটা চেঞ্জ করে একটা আসল শটগান রেখে দিয়েছিলো। কে করলো?

আকাশের মাথায় তখন অগুন্তি প্রশ্ন। এদিকে পর্দা পড়ে গেছে; দর্শক তখনও হাততালি দিয়েই চলেছে, ন্যাচারাল অ্যাক্টিং এর জন্য।

ছবি: সৌজন্য চক্রবর্তী